সূচিপত্র

ভাষণ এক. মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবীগণের জীবন ও শিক্ষা—১৭

ভাষণ দুই. বিশ্বজনীন ও শাশ্বত জীবনাদর্শ একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন—৩৭

ভাষণ তিন. ঐতিহাসিক ভিত্তি—৬১

ভাষণ চার. মানবিক পরিপূর্ণতা—৯৫

ভাষণ পাঁচ. নবী-জীবনের সর্বজনীন আদর্শ—১২১

ভাষণ ছয়. তাঁর বাস্তব জীবন—১৪৯

ভাষণ সাত. ইসলামের নবীর আহ্বান—১৮৫

ভাষণ আট. পয়গামে মুহাম্মদী : কর্মজীবন—২১৭

বিশ্বজনীন ও শাশ্বত জীবনাদর্শ একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন

বন্ধুগণ!

আজ আমাদের সেমিনারের দ্বিতীয় দিন। এর আগে যা কিছু আলোচিত হয়েছে সেগুলো মনে রাখলে সামনে কথা বলতে সহজ হবে। আমার গত আলোচনার সারকথা ছিল—বর্তমান ও ভবিষ্যতের অন্ধকারকে দীর্ণ করতে হলে মানবজাতিকে অতীত থেকে আলো গ্রহণ করতে হবে। অতীতে আমাদের প্রতি নানা শ্রেণির যারা অনুগ্রহ করে গেছেন তারা সকলেই কৃতজ্ঞতার অধিকারী। তবে আমাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ যারা করেছেন তাঁরা হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব কালে নিজ নিজ জাতির সামনে সময়োপযোগী উন্নত চরিত্র ও পূর্ণ গুণাবলির এক সুউচ্চ ও অলৌকিক নমুনা পেশ করেছেন। কেউ-বা ধৈর্য কেউ বিসর্জন কেউ-বা পরার্থপরতা কেউ একত্ববাদের উত্তাপ কেউ সত্যের প্রেরণা কেউ সত্যের সামনে সমর্পণ কেউ-বা চারিত্রিক শুচিতা আবার কেউ-বা দুনিয়াবিমুখতার শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা, প্রত্যেকেই পার্থিব জীবনের এই জটিল পথে একেকটি মিনারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওই মিনারা থেকে সহজেই সত্য চেনা যায়। তারপরও এমন একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল—যিনি জীবনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্পষ্ট পথ দেখাবেন; বাস্তবিক উপমায় সেই পথকে করে দেবেন স্পষ্টতর।

এককথায়, আমাদের হাতে বাস্তব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডবুক তুলে দেবেন। আর ওই গাইডবুক হাতে যেকোনো মুসাফির নির্বিঘ্নে পৌঁছে যেতে পারবে তার মনযিলে—কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়। আর এই পূর্ণাঙ্গ পথের দিশারিই হলেন সব নবীর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনে কারীম বলেছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

হে নবী! আমি নিশ্চয় আপনাকে সাক্ষী সুসংবাদদাতা সতর্ককারী এবং আল্লাহর অনুমোদনক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও দীপক প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি![১]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জগতে আল্লাহ তায়ালার শিক্ষা ও হেদায়াতের সাক্ষী। তিনি সৎকর্মশীলদের সফলতা ও সৌভাগ্যের বার্তা শোনান। তিনি তাদের শুভসংবাদদাতা। যারা এখনো আল্লাহর দীনের সংবাদ পায়নি তাদের জন্যে তিনি সতর্ক ও জাগ্রতকারী। পথহারা পান্থদের তিনি ডাকেন আল্লাহর দিকে। তিনি আপাদমস্তক আলো ও প্রদীপ। তার জীবন ও সত্তাই পথের প্রদীপ। এই প্রদীপের আলোয় কেটে যায় সকল অন্ধকার। সন্দেহ নেই, সকল নবীই এই পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষী আহ্বানকারী সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই এসেছিলেন। কিন্তু এইসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের সকলের জীবনে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়নি। এমন অনেক নবী এসেছেন—যাঁরা বিশেষভাবে সাক্ষীই ছিলেন। যেমন হযরত ইয়াকুব হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম। আবার অনেকে ছিলেন বিশেষভাবে সুসংবাদদাতা। যেমন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালাম। এমন অনেকে ছিলেন

---

১. আহযাব, (৩৩) : ৪৫-৪৬

সত্যতা সংশয়পূর্ণ, তাহলে সেটা যত আবেগপূর্ণ আর কৌশলী কায়দায়ই উপস্থাপিত হোক—মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে না। দীর্ঘস্থায়ী হয় না তার প্রভাব। তাই যেকোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ গ্রহণযোগ্য হতে হলে প্রথম শর্ত—তার সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। এ কারণেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি মানুষের মনে যতটা প্রভাব ফেলে কাল্পনিক গল্প-কাহিনি ততটা প্রভাব ফেলতে পারে না।

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হওয়া দ্বিতীয়ত এই কারণেও আবশ্যক, কোনো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত ও তার যাপিত নকশা শুধু মনোহর কিংবা অবসরের সঙ্গী হিসেবে পরিবেশিত হয় না; বরং এর লক্ষ্য থাকে—আমরা তার অনুসরণ করে জীবনযাপন করব; তাঁর যাপিত জীবনকে আমরা আইডল হিসেবে মেনে চলব। কিন্তু সেটা যদি ঐতিহাসিক এবং বাস্তবিকভাবে প্রমাণিত না হয়, তাহলে আপনি কীভাবে সেটাকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ পথ হিসেবে জোর দেবেন; বরং সে ক্ষেত্রে বলা যাবে—এই কাল্পনিক মিষ্টি এবং লজিক্যাল গল্প সুন্দর! তবে এটাকে কোনো মানুষ তার পথ চলার আদর্শ বানাতে পারে না। তাই প্রভাববিস্তারী এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ জীবন হতে হলে প্রথমেই সেটা ঐতিহাসিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে।

আমরা সকল নবীকেই সম্মান করি, আদব করি। বিশ্বাস করি, তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যনবী। তবে এও মানি—

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ওইসব নবীগণের কতককে আমি অন্য কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

এই আলোকেই বলি—শাশ্বত শেষ নবী সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ মানবচরিত হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মর্যাদার অধিকারী তা অন্য কোনো নবী লাভ করেননি। কারণ, তাদের

খুতুবাতে মাদরাস

মুহাম্মদ সা. দি গ্রেটেস্ট

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ.
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন অনূদিত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™